নারীদের গোলাপি বাসে প্রতিদিন ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি



ছবি: সংগৃহীত

নারীদের জন্য চালু করা ‘পিংক বাস’ সেবা থেকে পাওয়া ভাড়ার আয় দিয়ে পরিচালন ব্যয় মেটাতে পারছে না বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি)। জ্বালানি, রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মীদের বেতনসহ বিভিন্ন খরচের কারণে এ সেবায় নিয়মিত লোকসান হচ্ছে।

বিআরটিসির একটি সূত্র জানায়, নারী বাসসেবায় প্রতিদিন অন্তত ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত লোকসান হচ্ছে। এর মধ্যে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় ব্যয়ের চাপ আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

১৯ থেকে ৩১ আগস্ট এবং ১ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বরের তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে ১২ কার্যদিবসে ১৫৮টি ট্রিপে ১৪ হাজার ১১৬টি টিকিট বিক্রি করে আয় হয়েছে ২ লাখ ২ হাজার ৮ টাকা। আগস্টে ৮ কার্যদিবসে ১১৪টি ট্রিপে ৬ হাজার ৬৮৯টি টিকিট বিক্রি করে আয় হয় ৯৮ হাজার ৬৪৬ টাকা।

মিরপুর-১০ থেকে মতিঝিল রুটে একমুখী দূরত্ব ২১ কিলোমিটার। যাওয়া-আসায় একটি ট্রিপে বাসটি ৪২ কিলোমিটার চলে। প্রতি লিটার ডিজেলে ২ থেকে আড়াই কিলোমিটার চললে এক ট্রিপে ১৬ দশমিক ৮ থেকে ২১ লিটার ডিজেল লাগে। ১১৫ টাকা লিটার হিসাবে জ্বালানি খরচ পড়ে প্রায় ১ হাজার ৯৩২ থেকে ২ হাজার ৪১৫ টাকা। রক্ষণাবেক্ষণে লাগে আরও ২৯৪ টাকা। অর্থাৎ দুই খাতে এক ট্রিপে খরচ প্রায় ২ হাজার ২২৬ থেকে ২ হাজার ৭০৯ টাকা।

সেপ্টেম্বরের ১৫৮টি ট্রিপে মোট ৬ হাজার ৬৩৬ কিলোমিটার চলেছে বাসগুলো। এতে ডিজেলে খরচ হয়েছে প্রায় ৩ লাখ ৫ হাজার থেকে ৩ লাখ ৮২ হাজার টাকা এবং রক্ষণাবেক্ষণে ৪৬ হাজার ৪৫২ টাকা। দুই খাতে মোট ব্যয় দাঁড়ায় প্রায় ৩ লাখ ৫২ হাজার থেকে ৪ লাখ ২৮ হাজার টাকা। বিপরীতে আয় ২ লাখ ২ হাজার ৮ টাকা। অর্থাৎ শুধু জ্বালানি ও রক্ষণাবেক্ষণেই ঘাটতি প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ২ লাখ ২৬ হাজার টাকা। এর বাইরে রয়েছে চালকের মাসিক ৪০ হাজার টাকা বেতন, কর্মীদের বেতন, টায়ার, লুব্রিকেন্ট, কর ও প্রশাসনিক ব্যয়।

আগস্টেও একই চিত্র দেখা যায়। ১১৪টি ট্রিপে মোট ৪ হাজার ৭৮৮ কিলোমিটার চলাচলে জ্বালানি খরচ হয়েছে প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার থেকে ২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা এবং রক্ষণাবেক্ষণে ৩৩ হাজার ৫১৬ টাকা। অথচ আয় হয়েছে ৯৮ হাজার ৬৪৬ টাকা।

৬০ আসনের বাসে প্রতিটি ট্রিপে গড়ে প্রায় ২০টি আসন খালি থাকছে। ফলে যাত্রী বাড়লে আয়ও বাড়তে পারে। বিআরটিসির ব্যবস্থাপক মো. নূর-ই-আলম বলেন, নারী যাত্রীদের নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ যাতায়াতের জন্য এ সেবা চালু করা হয়েছে। একটি ট্রিপে অন্তত ১২০ জন যাত্রী পাওয়া গেলে আয়-ব্যয় সমান পর্যায়ে আসবে। যাত্রী আরও বাড়লে লাভের সুযোগ তৈরি হবে।

তবে শুক্রবার ও শনিবার নারী বাসসেবা বন্ধ থাকে। নূর-ই-আলম বলেন, ওই দুই দিন কর্মজীবী নারী যাত্রী কম থাকায় বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়।

গত ১৮ আগস্ট ‘মহিলা বাস সার্ভিস’ বা ‘পিংক বাস’ চালু করে বিআরটিসি। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বগুড়ায় ১৩টি রুটে ১৪টি বাস দিয়ে সেবা শুরু হয়। এর মধ্যে ঢাকায় ১০টি, চট্টগ্রামে দুটি ও বগুড়ায় দুটি বাস রয়েছে।